ফিরে দেখা : জুলাই-অগাস্ট গণঅভ্যুত্থান -২০২৪

স্বৈরশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেয়া কিছু মানবাধিকার কর্মীর প্রচেষ্টায় ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মূল লক্ষ্য নিয়ে মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যেয়ে বিভিন্ন সরকারের আমলে *অধিকার* হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের ১৫ বছরের অধিক শাসনামলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকায় *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে হামলা ও গেফতারের শিকার হয়েছেন।

২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে *অধিকার এর* তৎকালীন সেক্রেটারী আদিলুর রহমান খানসহ সারা দেশে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। হাসিনা সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য গণহত্যা, গুম ও নির্যাতন চালায়। অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা এই সময় গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলোর তথ্য সংগ্রহ এবং ডকুমেনটেশন করে জাতিসংঘসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে পাঠায়। এই সময়ে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে গিয়ে *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা গ্রেফতার, নির্যাতন, আটক ও গুলিতে আহত হন। ২০২৪ সালের ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় রাজশাহীর *অধিকার এর* কর্মী মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলামকে আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে গোয়েন্দা পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। পরে তাঁর ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায় ডিবি পুলিশ। এরপর রাশেদকে ৩০ জুলাই মতিহার থানায় হস্তান্তর করে তাঁর বিরুদ্ধে ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করে কারাগারে পাঠানো হয়। ২০২৪ এর ৫ অগাস্টের পর রাশেদ কারাগার থেকে মুক্তি পান। অন্যদিকে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী গোলাম মোস্তফা রুবেলকে গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা ডেকে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে এবং আন্দোলনে *অধিকারএর* সংশ্লিষ্টতা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ১ অগাস্টকে ৩২ জুলাই ঘোষণা করে ছাত্র-জনতা । ৩২ জুলাই (১ অগাস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কারফিউ ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতার মিছিলে যোগ দেন *অধিকারএর* পরিচালক নাসির উদ্দিন এলানসহ *অধিকারএর* কর্মীরা। ৩৩ জুলাই (২ অগাস্ট) প্রেসক্লাবের সামনে 'দ্রোহযাত্রা' নামে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। *অধিকারএর* তৎকালীন সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, পরিচালক নাসিরউদ্দিন এলান এবং তৎকালীন কোঅর্ডিনেটর সাজ্জাদ হোসেন এই কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই দিন খুলনার শিববাড়ি মোড় থেকে ছাত্র-জনতার মিছিলে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকারকর্মীরা অংশ নেন। মিছিলটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পৌঁছালে পুলিশ ও বিজিবি মিছিলের ওপর গুলি চালায় এবং রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এই সময় *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবধিকার কর্মী শহিদুল ইসলাম হাতে ও পেটে ছররা গুলি ও রাবার বুলেট বিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হন। ৩৪ জুলাই (৩ অগাস্ট) সকালে প্রেসক্লাবের সামনে ফ্যাসীবাদী সরকারের দমন-পীড়ন এবং গণহত্যার প্রতিবাদে মানবাধিকারকর্মীরা প্রতিবাদ

সমাবেশের আয়োজন করে। বৃষ্টির মধ্যে এই প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন *অধিকারএর* তৎকালীন সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানসহ অন্যান্যরা । এই সময় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন *অধিকারএর* পরিচালক নাসির উদ্দিন এলান, জ্যেষ্ঠ গবেষক তাসকিন ফাহমিনা এবং তৎকালীন কোঅর্ডিনেটর সাজ্জাদ হোসেন। এরপর একটি মিছিল নিয়ে শিক্ষা ভবনের মোড় ঘুরে এসে প্রেসক্লাবের উল্টো দিকে আরেকটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশেও বক্তব্য রাখেন *অধিকারএর* তৎকালীন সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং মানবাধিকারকর্মীরা। এই দিন বিকেলে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিশাল জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ মিনারে গণসমাবেশে যোগ দেন *অধিকারএর* তৎকালীন সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, পরিচালক নাসির উদ্দিন এলানসহ অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা। এই সমাবেশে এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ৫ অগাস্ট মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচী ঘোষণা করে। ৩৫ জুলাই (৪ অগাস্ট) শাহবাগের সমাবেশে *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা যোগ দেন এবং সন্ধ্যা থেকে কারফিউ জারি হলে ছাত্র জনতার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন।

৩৬ জুলাই (৫ অগাস্ট) *অধিকার এর* জ্যেষ্ঠ গবেষক তাসকিন ফাহমিনা কার্ফু ভেঙ্গে জাহাঙ্গীর গেটে অন্যদের সঙ্গে অবস্থান নেন। ছাত্র-জনতার এই অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে কর্তৃত্ববাদী শাসক শেখ হাসিনা ৩৬ জুলাই (৫ অগাস্ট) ভারতে পালিয়ে যায়।

অধিকার এর কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন-এটাই *অধিকার* এর কর্মীদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।